মুজিবনগরে ধানের শীষের ভোট চেয়ে আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মুজিবনগর বিএনপির চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়নসহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বুধবার বিকালে গণসংযোগের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নে পৌঁছালে মহাজনপুর ইউনিয়নবাসী ও বিএনপির নেতাকর্মীরা তাকে বরণ করে নেন।
আমিরুল ইসলামকে একনজর দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে নারী-পুরুষ-শিশুসহ অসংখ্য লোকের ভিড় জমে যায়। এ সময় তারা হাততালি দিয়ে আমিরুল ইসলামকে শুভেচ্ছা জানান এবং ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন।

এ সময় সাধারণ জনগণকে ধানের শীষে ভোট দিতে আহ্বান জানান তিনি। পরে তিনি পরানপুর, বাবুপুর ও মহাজনপুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ, পথসভা ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় সাধারণ জনগণের মাঝে তারেক জিয়ার ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়নসহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করা হয়।

গণসংযোগকালে পথসভায় বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১৬ বছর আওয়ামী লীগের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটি দেশ পেয়েছি। আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে ১৬ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের সফলতা নিয়ে আসবেন।

তিনি আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের প্রতীক দিয়ে আমাদের মাঝে পাঠাবেন, আমরা তার হয়ে একযোগে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিয়ে তার বিজয় সুনিশ্চিত করব।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু,

সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মহাজনপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপির নেতাকর্মী এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের শেখপাড়া ও কালাচাঁদপুরে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পাশাপাশি তারা বিএনপি’র প্রতীক ধানের শীষের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান। আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের জয় নিশ্চিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

এ সময় পৌর বিএনপি’র সাবেক নেতা হাবিব ইকবাল, ফজলু খানসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৬ ও ৭নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বারাকপুর ও রাধাকান্তপুর গ্রামে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ,সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হক মিন্টু,জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নাসির উদ্দিন,সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন,৭নং ওয়ার্ডের সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান ও ৬নং ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, বিএনপি নেতা নাহিদ, আয়নাল হক,মাসুদ রানা সহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ধানের শীষে ভোট চেয়ে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

মুজিবনগর ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে জনগনকে উৎসাহিত করতে গনসংযোগ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বৃহস্পতিবার বিকালে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে এ গনসংযোগ করেন তিনি।

গণসংযোগ এর উদ্দেশ্যে মাসুদ তরুণ দারিয়াপুর ইউনিয়নের পৌঁছালে দারিয়াপুর ইউনিয়নবাসী ও বিএনপি’র নেতাকর্মীবৃন্দ তাকে বরণ করে নেন এ সময় মাসুদ আরুনকে একনজর দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে নারী পুরুষ শিশু সহ অসংখ্য লোকের ভিড় জমে যায়। এ সময় তারা হাততালি দিয়ে মাসুদ আরুনকে শুভেচ্ছা জানান।

র্যালীর মধ্যে দিয়ে রাস্তায় চলমান সাধারন জনগনের সাথে কুশল বিনিময় করেন মাসুদ অরুন।

এ সময় সাধারন জনগনকে ধানের শীষে ভোট দিতে আহব্বান জানান তিনি।

গনসংযোগ শেষে নেতাকর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে মাসুদ অরুন বলেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সেই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা ছিলাম। গত এক বছর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের দল-বিএনপি সহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করেছে। বিএনপি কথা দিয়েছে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যে দল এদেশের গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রগামী ছিল।সেই দল আগামী দিন ধানের শীষে যাকে মনোনয়ন দিবে আমরা তাকে বিজয়ী করব ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন এই মুহূর্তে প্রতিটা ভোটারের কাছে এবং বাড়িতে বাড়িতে

যেতে হবে আমাদের মা বোনদের কাছে। প্রচার-প্রচারণা মিছিল মিটিং গনসংযোগ সব কিছুর মধ্য দিয়ে জনগণের সেই আস্থা অর্জন করতে চাই যে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে তারেক রহমানের ঘোষিত বিএনপি ঘোষিত ৩১দফা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গঠন হবে।

নির্বাচন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে অনেক ষড়যন্ত্র হবে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা চলবে আমরা পরিষ্কার বলছি ১৫ বছর হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ১৫ বছর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি অনেক রক্ত এবং জীবনের বিনিময়ে আজ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সরকারের নির্ধারিত সময়ে যে নির্বাচন জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ এই সুযোগ যারা ছিনতাই করতে চায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করব। আমরা রাজপথে আসি রাজপথে থাকবো।

গনসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, মেহেরপুর জেলা শ্রমিকদলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ সভাপতি আজিমদ্দীন গাজী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী সহ বিএনপি, যুবদল, শ্রমিক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল ও ছাত্রদলের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মী।

আলমডাঙ্গার ডাউকীতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের গণসংযোগ

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে মাঠে নেমেছে বিএনপি।

বুধবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের হাউসপুর ব্রিজ মোড় থেকে শুরু করে বিনোদপুর, ডাউকি ও পোয়ামারি গ্রামজুড়ে ব্যাপক গণসংযোগ ও সরাসরি প্রচারণা চালান চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ।

প্রচারণার শুরুতে হাউসপুর ব্রিজ মোড়ে স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন শরীফুজ্জামান শরীফ। এরপর তিনি পথসভা ও গণসংযোগে অংশ নিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এই নির্বাচন শুধু দলের জন্য নয়, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। এজন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন জোয়ার্দার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি এহসানুল হক স্বরাজ, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সালাম সিরাজী, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুল আলম বুড্ডু, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক টগর, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া হোসেন শান্ত, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর আলম এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহারু আহমেদসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের মীরপাড়া ও শেখ পাড়ায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। তিনি

এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাঁকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকসেদ আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির রহমান, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির নেতা শামসুর রহমান সুইট, মারুফ, দবিরউদ্দিন, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নে জেলা বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের আলমপুর উত্তরপাড়া, ধোসারপাড়া ও নোনাপাড়ায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের

নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, যুবদল নেতা মিঠুন, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদকের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিংহাটি গ্রামে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগকালে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রকার তালবাহানা বা প্রহসনের চেষ্টা করলে তা জনগণ মেনে নেবে না। বিএনপি সবসময় জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলনে অবিচল রয়েছে।”

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক সাহিদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল, ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি জিনারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, বারাদি ইউনিয়ন বিএনপি নেতা শামীম রেজা রুনু, রিপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে নির্বাচনী হাওয়া: একাধিক প্রার্থী বিএনপিতে, জামায়াতের একক

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে নির্বাচনের প্রচার—প্রচারণা শুরু হয়েছে। গণসংযোগ, প্রচার—প্রচারণা, মিছিল, সমাবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা। মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপির দুই হালি প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন। দুটি আসনেই বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকায় দলটি মনোনয়ন কাকে দেয় এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকমীর্ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চলছে নানা হিসেবে নিকেষ।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষনা করেছে অনেক আগেই। ফলে নির্ভার হয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা তাদের ভোট প্রচারণা ও গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন। মেহেরপুরের—১ আসনে এনসিপি কোন প্রার্থী ঘোষণা না দিলেও প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর—২ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। তিনিও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইসলামী অন্যান্য দলগুলোর তেমন তৎপরতা এখনো লক্ষ করা যায়নি। তবে ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দুটি আসনেই। মেহেরপুরের দুটি আসনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকেই এমপি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তবে জামায়াত চেষ্টা করছে বিজয়ী হতে।

মেহেরপুর—২ (গাংনী): গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর—২ আসন। জাতীয় সংসদের ৭৪ নম্বর আসন এটি। এ আসনে হালনাগাদ ভোটার ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৯ জন। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি, ৩১ দফার লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তারা পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করছেন।

জামায়াতে ইসলামী জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদাকে এ আসনে প্রার্থী ঘোষনা করা হয়েছে। তিনিও পুরোদমে ভোটের প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগ প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। নেতাকমীর্দের সঙ্গে নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সমন্বয়ক অ্যাড. শাকিল আহমেদকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। তিনি ৫ আগষ্ট এর পর থেকে তাঁকে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামী শাষনতন্ত্র আন্দোলন থেকে মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টু, এনডিএম এর কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাবেদুর রহমান সেন্টুকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। জনগণের ম্যাণ্ডেটের উপর আস্থাশীল। সেই ম্যাণ্ডেট নিয়ে বিএনপি সরকারও পরিচালনা করেছে। একটি বড় দলের অসংখ্য নেতাকমীর্র নিবার্চনে আগ্রহ থাকাই যৌক্তিক। দল যাকে জনগণের নেতা হিসেবে বিবেচনা করবে সেই মনোনয়ন পাবে। আমি ২০১৮ সালে মনোনয়ন পেয়েছিলাম। আমি এবার মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদি। তারপরও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। তিনি যাকে মনোনয়ন দেবেন তার হয়েই আমরা নির্বাচনে মাঠে নামবো।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি অনেক বড় দল। এই দল থেকে অনেকেই প্রার্থীতা চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমিও মনোনয়ন প্রত্যাশী। আমি ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনিত খুলনা বিভাগে বিএনপির বিজয়ী ২টি সিটের মধ্যে গাংনীতে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। গাংনীর মানুষ আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছিল। তারপর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গাংনীর মানুষকে সাথে নিয়েই আছি। আমাকে মনোনয়ন দিলে আমার বিশ্বাস মানুষ আবারও সে আস্থায় আমাকে নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি শিবপুর ও হিতিমপাড়া গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন— জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, মীর ফারুক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান লাভলু, মোশারফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, কুতুবপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আরাফাত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা রাজিব, রেমিম, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।